RNI NO.WBBEN/2023/87806
EDITOR - ISRAIL MALLICK
● Mobile - 9434566498

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Vol-3 ● Issue- 14
● Bardhaman
● 30 December 2025
● Rs. 2.00
(Four Pages)

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে **বাংলার বকেয়া ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকারও** বেশি। তবুও, **বিগত ১৫ বছর ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে**, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে মা-মাটি-মানুষের সরকার সফলভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে এবং আগামীদিনেও করবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বাংলার **২.২১ কোটি মহিলা** প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন (সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য **১,০০০ টাকা** এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতির মহিলাদের জন্য ১,২০০ টাকা)

সরকার সর্বদা কৃষক ও শ্রমিকের পাশে

২০২৫ সাল পর্যন্ত, **কৃষকবন্ধু (নতুন)** প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের **১.১০ কোটিরও বেশি** কৃষককে মোট **২৭,০১৬ কোটি টাকা** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-র মাধ্যমে বাংলা জুড়ে **১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের** সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রেশন পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে

খাদ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ৯ কোটি মানুষ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, আর **দুয়ারে রেশনের** মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তার দোরগোড়ায় রেশন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে

শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা

গত **১৫ বছরে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী** এবং **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** — এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **৭.১১ কোটি শিক্ষার্থীকে** তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রণী বাংলা

গত ১৫ বছরে বাংলার সরকার মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে **১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়ন** নিশ্চিত করে, **৯৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের** কাছে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিয়ে এবং **১,৮৩,০৮৪ কিমি রাস্তা** তৈরি করে। **'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪'** প্রকল্পের আওতায় **২০,০৩০ কিলোমিটার** নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে

চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় **২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ** স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন

আবাসেও ভরসা রাজ্য সরকার

২০১১ সাল থেকে, **মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারের** জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে

স্বচ্ছল বাংলায় সবল অর্থনীতি

২০১১ সালের পর থেকে **বাংলার অর্থনীতি প্রায় ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং গড় মাথাপিছু আয় **তিন গুণ** বেড়ে হয়েছে **১,৬৩,৪৬৭ টাকা**। আমাদের সরকার কঠোর পরিশ্রম করে **১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছেন**

কর্মসংস্থানে স্বনির্ভর বাংলা

যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় **বেকারত্বের হার ৪০% কমেছে** এবং **২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে**। কেন্দ্রীয় সরকার MGNREGA-র প্রকল্পের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার পর, **মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মশ্রী** (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম **'মহাত্মা-শ্রী'**) **প্রকল্প চালু করে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ডধারীর জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করেছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা**

তপশিলি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত

বাংলায় **১.৬৯ কোটিরও বেশি** তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলা **দেশজুড়ে এক নম্বরে রয়েছে** এবং রাজ্যে **৬৯,০০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে** আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে

মা-মাটি-মানুষের সরকার **'দুয়ারে সরকার'**-এর মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে, **'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'**-এর মাধ্যমে নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান করে, **'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'**-এর মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এবং **'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'**-র মাধ্যমে অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করে — প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

রিপোর্ট কার্ড ডাউনলোড করতে দেখুন : http://wb.gov.in/report-card.aspx

Memo Number: 535(26)/ICA/PUB/BDN(ADVT)   Date.29.12.2025

Memo Number: 535(26)/ICA/PUB/BDN(ADVT)
Date.29.12.2025

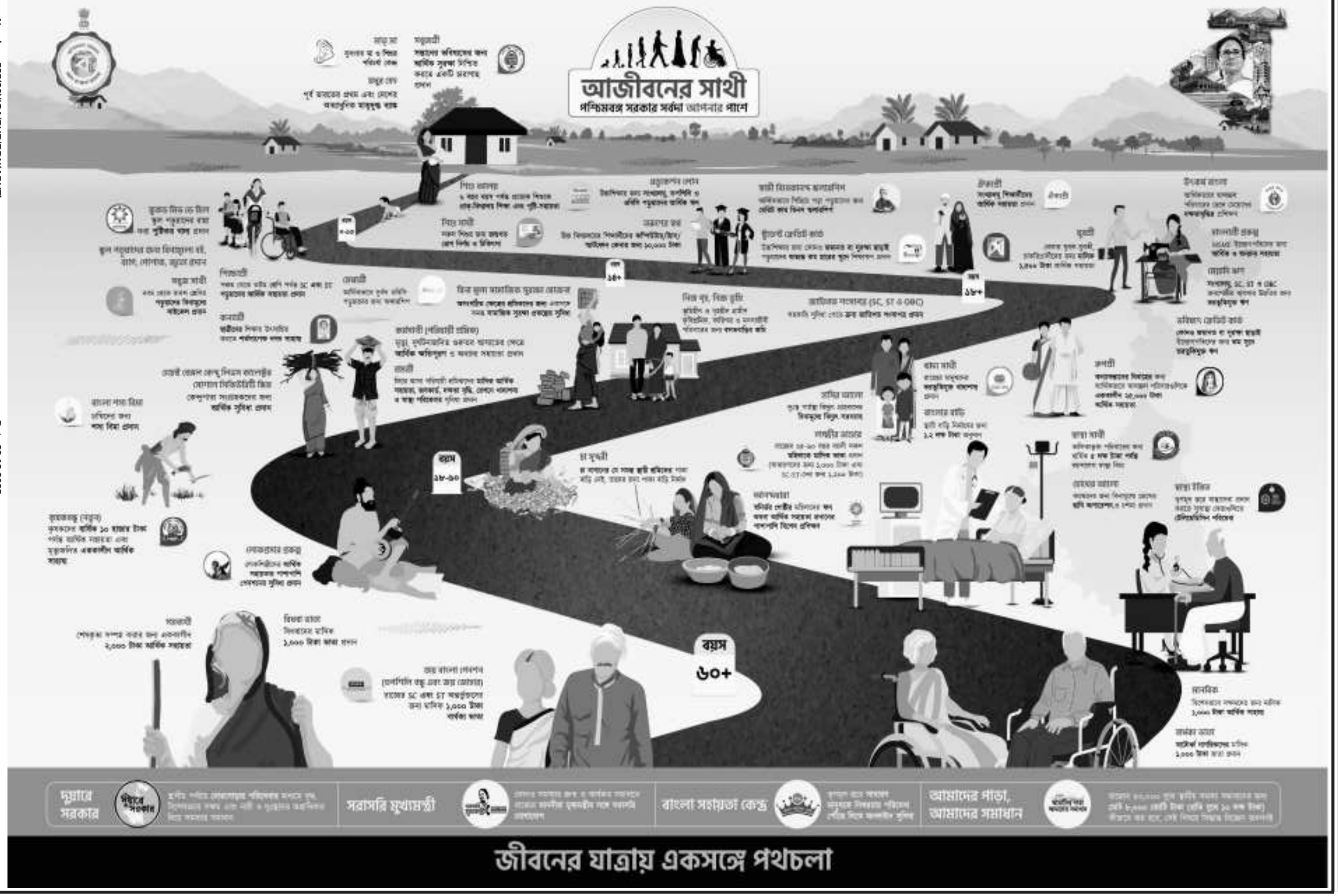

Vol-3, Issue-14 30 December, 2025 KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 14 ● 30 December, 2025

বঞ্চিত বাংলার মুসলিম সমাজ

সাচার কমিটির রিপোর্ট নাড়িয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের ভিত। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের দৈন্যদশা।বর্তমানে সরকারি চাকরিতে মুসলমানরা আরও বঞ্চিত। শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা কেবল পিছিয়েই নেই,চরম অবহেলার শিকার।নতুন ওবিসি তালিকায় অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ ব্যাপক বঞ্চিত।রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশ মেনে ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে সংখ্যালঘু অনগ্রসর মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ নেই নির্দিষ্ট কোটা। ২০১১ তে সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও মুসলমানদের আর্থ সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি,মুসলমানদের অবস্থা যা ছিল তার থেকে আরো খারাপ হয়েছে।সাচার কমিটির রিপোর্টকে হাতিয়ার করেই মমতা মুসলিম ভোটকে নিজের পক্ষে আনেন এবং ক্ষমতায় আসেন। বর্ষা কালের কই মাছের ঝাঁকের মতো মুসলিমরা এখন তৃণমূলে ভিড়েছে। বিজেপির জুজু দেখিয়ে তৃণমূলও মুসলিমদের ব্যবহার করছে।মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই মমতা ব্যানার্জি দাবি করে আসছেন তৃণমূল জামানায় মুসলিমদের বিরাট উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আলাদা।সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা গুলোয় চোখ বোলালেই বুঝতে পারা যায় তৃণমূল জামানায় বাস্তবে মুসলিমদের কতটা উন্নয়ন হয়েছে। এখন তো আবার নতুন ওবিসি তালিকায় ব্যাপক বঞ্চিত শিক্ষিত সংখ্যালঘু অনগ্রসর মুসলিম সমাজ।মুসলমানদের সবাই ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে,মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নের কথা প্রকৃত অর্থে কেউ ভাবেনি। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলতে পারে না। বিজেপি জুজু বেশি দিন চলবে না।মোহ ভঙ্গ হবেই।মুসলিম ভোট যেদিন সরে যাবে বামফ্রন্ট সরকারের মতো সেদিনই কিন্তু নড়ে যাবে তৃণমূল সরকারের ভিত।সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে,কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মুসলমানরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। মুসলিমদের প্রকৃত উন্নয়ন করতে গেলে চাই সাচার কমিটির রিপোর্টের বাস্তবায়ন,রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশ মেনে ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে সংখ্যালঘু অনগ্রসর মুসলিমদের জন্য চাই নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ। শুধু মুখে বললেই হবে না মুসলিমদের একশো শতাংশ উন্নয়ন করে দিয়েছি, কাজে দেখাতে হবে।

হচ্ছেটা কী ?

২০০২ এ এসআইআরে নাম আছে,২০২৫ এও খসড়া ভোটার তালিকায় নাম আছে,তবুও কিছু ভোটারকে নোটিশ ধরিয়ে হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে ! বলা হচ্ছে ২০০২ এসআইআরে আপনার কিংবা আপনার আত্মীয়ের নাম নেই ! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বজায় রাখার জন্য কাগজপত্র নিয়ে ব্লক অফিসে হেয়ারিংয়ে হাজির হতে।ভাবুন তাহলে কি রকম কাজ হচ্ছে ? ২০০২ এসআইআরে নাম থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন নোটিশ পাঠাচ্ছে।কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।হয়রানির শিকার হচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন।নামের সামান্য বানান ভুল থাকলেও কাগজপত্র দেখাতে হচ্ছে,হেয়ারিংয়ে ডাক পড়ছে।২০০২ সালের এসআইআর ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে,হার্ড কপিতে ম্যাচিং হয়েছে কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য বিএলও অ্যাপে আনম্যাপড দেখাচ্ছে,তাদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হবে না বলে শনিবার নোটিশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন।এই প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য ভোটাররা কোনো ভাবেই দায়ী নয় বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।এই সমস্ত ভোটারদের সংশ্লিষ্ট নথি জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের মাধ্যমে যাচাই করে প্রশাসনিক ভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। তবুও হেয়ারিংয়ে যেতে হচ্ছে।কারণ অনেক ভোটারকে শনিবারের আগেই হেয়ারিংয়ের নোটিশ ধরানো হয়েছে।২০০২ ভোটার লিস্টে তো অজস্র বানান ভুল।বর্তমান ভোটার লিস্টে অনেকের নামের ইংরেজি বানানের সঙ্গে ২০০২ ভোটার লিস্টে থাকা নামের ইংরেজি বানানে ভুল আছে।বাংলা নামের বানান ঠিক থাকলেও ইংরেজি বানান ঠিক নেই।আর এর জন্যই বর্তমানে অনেক ভোটারকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।বাবার নামের বানান ভুল থাকলেও হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে ! এটা তো নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি।ডাটা এন্ট্রি তো আর ভোটার নিজে করেননি। নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির দায় সাধারণ মানুষ নেবে কেন ? ২০০২ এসআইআরে যাদের নাম আছে তাদের কেন হেয়ারিংয়ে ডাকছেন ? আপনাদের লক্ষ্যটা কি ? অবৈধ ভোটার খোঁজার নামে বৈধ ভোটারদের যেকোনো অজুহাতে হয়রানি করা ? নামের সামান্য বানান ভুল থাকলেও হেয়ারিং ! এআই দিয়ে ভেরিফাই করতে গিয়ে তো সব ঘেঁটে ঘ করে দিচ্ছেন।২০০২ আর ২০২৫ ভোটার লিস্টের হার্ড কপিতে যখন মিল পাচ্ছেন তাহলে ২০০২ এর ভোটার লিস্ট দেখে আপনারাই তো যাচাই করে নিতে পারবেন,আসল না নকল ? তাহলে এদের শুনানিতে ডাকছেন কেন ? শুধু শুধু মানুষগুলোকে হয়রানি করা হচ্ছে কেন ? এআই এর দৌলতে বিএলও অ্যাপে ম্যাচিং না হলে তার দায় কি ভোটারের ? উঠছে প্রশ্ন।

পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বত্রিশ বিঘা থেকে দক্ষিণ সারাংপুর বটতলা পর্যন্ত রাস্তার

বেহাল দশা। একদম দাঁত বের করা অবস্থা।রাস্তার পিচ উঠে পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে। দু'বছর যেতে না যেতেই রাস্তার এই হাল।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।এত ঢাকঢোল পিটিয়ে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের প্রচার হচ্ছে,কিন্তু রাস্তার কাজের মান এত নিম্নমানের কেন ? প্রশাসনের কি নজরে পড়ছে না ? প্রশাসন কি শীত ঘুমে আচ্ছন্ন ? এলাকার বিধায়ক কি করছেন ? বিধায়কেরও কি নজরে পড়ছে না রাস্তার বেহাল দশা ? রাস্তার হাল ফিরবে কবে ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঢাকঢোল পিটিয়ে শুধু তো নতুন রাস্তার ফিতে কাটলেই হবে না, পুরোনো রাস্তার দেখভালও তো করতে হবে,তাই না ?

হুগলির পুইনানে শুক্রবার বিশ্ব ইজতেমার মাঠ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না,স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলির জেলা শাসক খুরশিদ আলি কাদরী সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকবৃন্দ

ধনেখালির বোসো চারা বাগান এলাকায় তৈরি হচ্ছে অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র।১০ কাঠা জমির উপর তৈরি হচ্ছে দমকল কেন্দ্রটি।খরচ হতে পারে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হতে চলায় খুশির হাওয়া এলাকায়।

১০০ দিনের কাজের দাবিতে ১১ টি বাম ক্ষেতমজুর সংগঠনের ডাকে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল রাজভবন অভিযান।মিছিল থেকে স্লোগান উঠলো, ''কেন্দ্র-রাজ্য বুঝি না,কাজ চাই কাজ দাও। গরীব বিরোধী নয়া 'জি রাম জি'আইন প্রত্যাহার কর।''

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একি হাল ! স্বাস্থ্য কেন্দ্র না ভুতুড়ে বাড়ি চেনা দায় ! দীর্ঘ দিন ধরে নেই কোনো ডাক্তার। চরম অসুবিধার সম্মুখীন এলাকার মানুষজন। একদিকে ডাক ঢোল পিটিয়ে ব্লকে ব্লকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হচ্ছে,অন্যদিকে ডাক্তার শূন্য স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেই কোনো পরিষেবা,অভিযোগ। কেবলমাত্র আশা কর্মীরাই যাওয়া আসা করেন স্বাস্থ্য

কেন্দ্রে। শিশু ও মায়েদের ওষুধ দেন আশা দিদিরা। এটাই কি বাংলার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নমুনা ? উঠছে প্রশ্ন। হরিপাল ব্লকের কলাছড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছবি।

হুগলির চন্দননগর মানকুন্ডু সার্কাস ময়দানে বুধবার অনুষ্ঠিত হল বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা। উপস্থিত ছিলেন সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী, বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জী,হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ, রাজ্য বিজেপির সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সফলভাবে আয়োজিত হল জয় জোহার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে প্রথমবারের মতো সফলভাবে আয়োজিত হলো জয় জোহার কাপ - ২০২৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট।আদিবাসী যুবসমাজের বিপুল অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।ব্লক স্তর থেকে শুরু হয়ে মহকুমা ও জেলা স্তর পেরিয়ে টুর্নামেন্টটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়।বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল মাঠে শুক্রবার ফাইনাল খেলা হয়।মোট ৬৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং সর্বমোট ৯৫২ জন আদিবাসী যুবক-যুবতী খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৩২২ জন প্রতিযোগী মহকুমা স্তরে উত্তীর্ণ হন এবং ৫৮ জন খেলোয়াড় জেলা স্তরের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।ফুটবলের পাশাপাশি আদিবাসী নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে ২৫ জন মহিলা খেলোয়াড়কে নিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়,যা ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির বার্তা বহন করে। সেমিফাইনালে নন্দীগ্রাম সিধু-কানু ক্লাব (কাটোয়া-২) মুখোমুখি হয় সোফাডাঙা উজ্জ্বল সংঘ (আউশগ্রাম-১)-এর এবং অপর সেমিফাইনালে বাঁধাগাছি আদিবাসী জুমিত গাঁওতা ক্লাব (কালনা-১) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রামানন্দ আদিবাসী সাঁওতা সাসুর গাঁওতা ক্লাব

(রায়না-১)-এর সঙ্গে। ফাইনাল ম্যাচে আউশগ্রাম-১ দল কালনা-১ দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। চ্যাম্পিয়ন হয় আউশগ্রাম-১,রানার্স আপ কালনা-১ এবং ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট সুকাল হাঁসদা (আউশগ্রাম-১),ও ম্যান অব দ্য ম্যাচ উর্মিলা কিস্কু (খণ্ডঘোষ)। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল পুরুষ খেলোয়াড়কে ডাফেল ব্যাগ, ফুটবল জুতো, শিন গার্ড ও মেডেল প্রদান করা হয়। চারটি পুরুষ দলকে ফুটবল ও নেট উপহার দেওয়া হয়। মহিলা খেলোয়াড়দেরও ডাফেল ব্যাগ ও মেডেল প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই টুর্নামেন্ট আদিবাসী যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতে প্রতিভাবান খেলোয়াড় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে বিধানসভা ভোট নিয়ে ৫ জানুয়ারি দিল্লিতে বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন

অরিজিত চক্রবর্তী - রাজ্যে এসআইআরের আবহেই বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ৫ জানুয়ারি এজন্য কমিশন এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদেরও ওই বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সহ কমিশনের অপর দুই কমিশনার বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচনের নিরাপত্তা বিষয়ক দিকগুলি নিয়ে বৈঠকে মূলত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সিআরপিএফ মোতায়েনে কত ফোর্স প্রয়োজন এবং রাজ্য কত নিরাপত্তা বাহিনী দিতে পারবে সে বিষয়ে বৈঠকে আলোচনার কথা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভোটের দিনক্ষণ স্থির করার প্রশ্নে রাজ্যে স্কুল - কলেজের পরীক্ষার বিষয়, উৎসবের সূচি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এদিকে,আগামী বিধানসভার ভোট নতুন ভবন থেকেই পরিচালনা করবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। এজন্য জানুয়ারি মাসেই স্থানান্তরিত হচ্ছে রাজ্য নির্বাচনী দপ্তর। কলকাতায় বামার লরি ভবনের পাট চুকিয়ে তা যাচ্ছে স্ট্রান্ড রোডে শিপিং করপোরেশনের অফিসে। ঐ ভবনের দুটি তলা নিয়ে তৈরি হচ্ছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে ওই বাড়ি ঘুরে দেখে সবুজ সংকেত দিয়েছে। ১৮ হাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই দপ্তর। রাজ্য সরকার এই ভবন ভাড়া নেবার বিষয়ে গড়িমসি করায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই বাড়ির আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানুয়ারিতে নতুন ভবনের উদ্বোধনে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিতিতে চলতি এসআইআরের পর্যালোচনা এবং বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে কথার সম্ভবনা রয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই নতুন ভবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে। কমিশন নতুন ভবনে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সহ অন্য কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অনুরোধ জানিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া চলার সময় বিএলওদের একটি সংগঠন নজিরবিহীনভাবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। তারপর থেকে বামার লরি দপ্তরের সামনে তাদের লাগাতার বিক্ষোভ অবস্থান চলছে।এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখন আন ম্যাপড ভোটারদের শুনানির প্রক্রিয়া জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

কয়েক লক্ষ টাকার চাল চুরির কিনারা করল মাধবডিহি থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলির বলাগড় থেকে লরি সহ চুরি হওয়া ৪০০ বস্তা চাল উদ্ধার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পুলিশ।ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে লরির চালক সহ খালাসিকে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত বালাজী এগ্রো প্রোডাক্টস রাইস মিল থেকে প্রায় ৫০০ বস্তা গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে একটি বারো চাকার লরি কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।চালগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।কিন্তু নির্ধারিত

গন্তব্যে না পৌঁছে লরিটি নিয়ে চালক চম্পট দেয়।এই ঘটনায় রাইস মিলের মালিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মাধবডিহি থানা তদন্ত শুরু করে।তদন্তে নেমে মাধবডিহি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে মাধবডিহি থানার পুলিশ নদীয়া জেলার চাকদহ এলাকা থেকে লরির চালক মিলন দাসকে এবং কৃষ্ণনগর থেকে তার সহযোগী তাপস শর্মাকে গ্রেপ্তার করে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর হুগলির বলাগড় এলাকা থেকে লরিসহ চুরি যাওয়া প্রায় ৪০০ বস্তা গোবিন্দভোগ চাল উদ্ধার করা হয়। চুরি যাওয়া বাকি চাল উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও সহযোগী অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।ধৃত দুই অভিযুক্তকে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়।

এক নজরে

- খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অঙ্কন, আলপনা ও যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা। নাম লেখানোর শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি। মনে রাখবেন,১১ জানুয়ারির পর কোনো নাম জমা নেওয়া হবে না।
- ''এবারে তৃণমূল সরকারের পতন নিশ্চিত'', চন্দননগরে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় মন্তব্য করলেন সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী।
- খানাখন্দে ভরা রাস্তার ওপর দিয়েই টোটো করে প্রচার হচ্ছে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে রাজ্য সরকারের সাফল্যের কাহিনী। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে দিদির উন্নয়ন কাজের গালভরা কাহিনী। চোখের সামনে ফুটে উঠছে পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা !
- নতুন দল ঘোষণা করলেন হুমায়ুন কবীর, জনতা উন্নয়ন পার্টি।বাবরি মসজিদকে সামনে রেখে দাবার চাল দিলেন তিনি। হুমায়ুনের দল জনতার উন্নয়নের জন্য কতটা কাজ করে সেটাই এখন দেখার।
- ''কাগজ যদি নাগরিকত্ব-র ভিত্তি হয় তাহলে গরিব মানুষ,যাঁদের কাগজ নেই, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন। মুসলমান বিরোধীতার ঘোষিত স্লোগান দিয়ে আসলে গরীব মানুষের বিরোধীতা করাই আরএসএসের কাজ। আসলে কিন্তু মতুয়া মানুষ বাদ যাচ্ছে। গরীব মানুষ বাদ যাচ্ছে। এই বাদ যেতে আমরা দেব না। চ্যালেঞ্জ থাকলো। প্রয়োজনে কোর্টে যাব। মতুয়া এবং কাগজহীন গরীব যোগ্য ভোটারদের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনে কোর্টে যাব। কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না'' ,এস আই আর ইস্যুতে মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।
- ''শুভেন্দু দাদা থেকে দাদু বেনে যাবে, ওর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না। ওর এখন হাই পাওয়ার চশমা নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। ও রাস্তা দিয়ে গেলে দেখতে পায় না'', শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।
- হুগলি জেলায় খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়লো ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৫৩ জন ভোটারের নাম।এ গুলো সবই মৃত, স্থানান্তরিত কিংবা নিখোঁজ ভোটার।
- পূর্ব বর্ধমান জেলায় খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়লো দু'লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম। এক লক্ষ এক হাজারের মতো ভোটারের ম্যাপিং হয়নি,তাদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে।
- রবি চাষের জন্য ৩১ ডিসেম্বর এবং বোরো চাষের জন্য ২৬ জানুয়ারি থেকে জল ছাড়বে ডিভিসি। বোরো চাষের জন্য কানানদীতে হড়া গেট পর্যন্ত জল দেওয়া হবে এবং কানা দামোদর এলাকায় ক্যানেল বন্ধ থাকবে।
- চাপে পড়ে মশাগ্রামে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর ভেঙে দেওয়া স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে দিল অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীরা।
- সিপিএম জাগছে। লাল ঝান্ডার নিচে দিন দিন ভিড় বাড়ছে। অনেকেই এখন বলাবলি করছেন সিপিএমই ভালো ছিল। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতো না। জাতের নয়,ভাতের লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com